ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৭২৪
আগরতলা, ৭ জুলাই, ২০২৪

ইসকন আয়োজিত রথযাত্রা মহোৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী
রথাযাত্রা উৎসব হচ্ছে ভক্ত ও ভগবানের মিলন মহোৎসব

রথাযাত্রা উৎসব হচ্ছে ভক্ত ও ভগবানের মিলন মহোৎসব। রথযাত্রা উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভগবান শুধু মন্দিরে পূজিত হননা, তিনি মন্দির ছেড়ে ভক্তদের কাছে রাজপথে নেমে আসেন। মানুষের বিশ্বাস রথযাত্রায় ভগবান তাঁর ভক্তদের কাছে ধারা দেন। আজ পূর্বাশা প্রাঙ্গনে ইসকন আয়োজিত রথযাত্রা মহোৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পৌরানিক কাল থেকেই রথাযাত্রা উদযাপনের কথা উল্লেখ রয়েছে। রথযাত্রা উৎসব সম্পর্কে ব্রহ্মপুরান, পদ্মপুরান, স্কন্ধ পুরান ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে মোগল আমলে জয়পুরের মহারাজা রামসিং'র সময়ে রথযাত্রা উৎসব উদযাপিত হতো। উড়িশার রাজা ময়ুরভঞ্জ এবং পারলেখামুন্ডি রথাযাত্রার আয়োজন করেছিলেন। পুরীতে যা এখন পৃথিবী বিখ্যাত পুরীর রথযাত্রা উৎসবে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উড়িশার পুরী ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মাহেশে দীর্ঘকাল ধরে রথযাত্রা মহাসমারোহে আয়োজিত হচ্ছে। রাজ্যেও বিভিন্ন স্থানে রথযাত্রা আনন্দমুখর পরিষেশে আয়োজিত হয়ে থাকে। গতবছর কুমারঘাটে দঃখজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবছর আগেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে রথের উচ্চতা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, ফায়ার সার্ভিস এবং স্বাস্থ্য দপ্তরকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার জন্য বলা হয়েছে। অনন্দের মাঝে যেন বিষাদ নেমে না আসে সেদিকে সবাইকে নজর রাখার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ইসকনের রথযাত্রা ঐতিহ্যবাহী ইসকন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নানা সামাজসেবা মুলক কর্মকান্ডে ও নিজেদের জড়িয়ে রেখেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টিআইডিসি'র চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার প্রমুখ।

*****